কয়েক বছর ধরেই ইংরেজি নতুন বছরের শুরুর দিন বই উৎসব করে আসছে সরকার। ওইদিন শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি বাড়তি আনন্দের দিন। আজ ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসবের দিন। কিন্তু এবার কাগজ সংকটের কারণে বই উৎসব নিয়ে কিছুদিন আগেও শঙ্কা প্রকাশ করে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। অবশেষে এই বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক ছাপানো সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু পুরনো বইয়ের কাগজে তৈরি করা হয়েছে নতুন বই। নানা রকম সংকটের কারণে এবার ভার্জিন পাল্পের পরিবর্তে পুরনো বইয়ের কাগজ থেকে রিসাইকেল করে ফের নতুন কাগজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অথচ কাগজ সংকটের অজুহাতে কথা বলে তড়িঘড়ি করে নিম্নমানের কাগজ, সেলাই ও বাঁধাই করা বই সরবরাহ করা হচ্ছে। এ বইয়ের গুণগতমান কতটুকু টেকসই হবে, সেটিই দেখার বিষয়। ২০১০ সাল থেকে সরকার নবম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যবই দিচ্ছে। সেই থেকে প্রতিবছর ১ জানুয়ারি উৎসবের মাধ্যমে শিশুদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী পূর্বপ্রস্তুতি সঠিকভাবে নেওয়া হয় না কেন? বিশেষ করে এ অবস্থায় বইয়ের মুদ্রণমান ও কাগজের মান নিয়েও বরাবর প্রশ্ন ওঠে। মুদ্রণকারীরা কাগজের মানের শর্ত লঙ্ঘন করেন। ব্যবসায়িক চিন্তা থেকে কালিসহ অন্যান্য উপকরণেও তারা চাতুরীর আশ্রয় নেন এবং ছাপা, বাঁধাইÑ সবই হয় শেষমুহূর্তে তাড়াহুড়া করে। ফলে শিশু বই হাতে পায় ঠিকই, ভালোমানের বই পায় না। অনেকবার নিম্নমানের কাগজে প্রাথমিকের বই ছাপার অভিযোগ ওঠে। এবার কাগজ সংকটের কথা বলে চাতুরীর আশ্রয় নিয়েও নিম্নমানের বই তুলে দেওয়া হচ্ছে! এটা মনে রাখতে হবেÑ প্রতিবছরই যেহেতু নিম্নমানের ছাপা, বাঁধাই, সময়মতো ছাপা না হওয়া, ভুলে ভরা ইত্যাদি বিষয় সামনে আসছে; সেহেতু এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। আমরা বলব, সব শঙ্কা দূর করে শিশুদের হাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বই তুলে দিতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানে এখনো বই পৌঁছাইনি, সেখানে দ্রুত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের নতুন বছরের প্রথম ও সেরা উপহারটি মানসম্মত হোক।